সোমেনচন্দের ছোটগল্প জীবনবোধ ও শিল্পরূপ

সুমিতাচক্রবর্তী

সোমেনচন্দের প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্প ‘শিশু তপন’ সাপ্তাহিক‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৩৭-এ। তাঁর বয়স তখনসতেরো। মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত একটি পরিবারে বালকদের যেভাবে জীবন সেভাবেইতাঁর স্কুলের জীবন কেটেছিল। তবেতাঁর পিতা নরেন্দ্রকুমার চন্দ চিন্তাশীল, সচচরিত্র এবং স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিহওয়ায় পুত্রকে কিছুটা দেশ-চেতনার অভিমুখী করে তুলতে পেরেছিলেন।১৯৩৬-এ দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেনসে ামেন। কিন্তু তাঁকে পড়া ছেড়ে দিতে হয় প্রধানত শারীরিকঅসুস্থতার কারণে এবং গৌণত অর্থাভাবে।

১৯৩৮-এআন্দামান-ফেরত বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশি সোমেন চন্দকে প্রথমসমাজতন্ত্রবাদ, স্পেনের যুদ্ধ, ফ্যাসিস্ট উৎপীড়কদের উত্থান ও তারপ্রতিরোধের গুত্ব -- ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে তোলেন। তারআগে থেকেই কিন্তু সোমেন চন্দ গল্প লেখক। -- এরা সবাই ছোট ছেলে ---২০/২২ এর বেশী বয়স কারো নয়। সবে মাত্র কলেজের পড়া ছেড়েছে। কেউগল্প লেখে, কেউ কবিতা, কেউ বা এক আধটা প্রবন্ধ। একে অন্যকেপড়ে শোনায়। স্থানীয় মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে প্রক াশ করারসুযোগও পায়।’১

কিন্তুআমরা দেখেছি, সোমেনের বয়স তখন কুড়ি-বাইশ নয়, সতেরো মাত্র। কেবলস্থানীয় মাসিক পত্রও নয়, তাঁর লেখা তখন প্রকাশিত হয়েছে‘দেশ’ এবং সাপ্তাহিক ‘অগ্রগতি’ পত্রিকায়।

প্রথমগল্প ‘শিশু তপন’ প্রকৃতপক্ষেই কিশোরের রচনা।যদিও সে কিশোর প্রতিভাবান তবু তার দৃষ্টিভঙ্গি, সৌন্দর্যবোধ,পা রিবারিক সংস্কার এবং ট্র্যাজেডি - ধারণা --- যা আসলে ট্র্যাজিক নয়, কণমাত্র -- সবই লেখকের কৈশোরের প্রতি ইঙ্গিত করে। আমরা প্রথমগল্পটি থেকে কিছু বিস্তৃত উদাহরণ ব্যবহার করছি।দৃষ্টিভঙ্গি তাই ভাবি, ভগবান যে আমায় এত সুখ দিলেন, এত সুখ আমিরাখবো কোথায়? আচ্ছা তুমিই বল বীণা, এত ঐর্যের মাঝে দাঁড়িয়েও কিসেরঅভাবে মনটা আরও নিবিড় হতে পারে না?

সৌন্দর্যবোধ ঃ টিলার উপরে উঠিবার সময় তপন ক্লান্ত হইয়া পড়িল।ঘর্মাক্ত মুখে লাল আভা পড়িয়া তাহাকে ভারী সুন্দর দেখাইল। প্রিয়বোধ ঃ পরের বৎসর। বর্ষাকাল।বিদ্যুৎ চমকাইয়া মেঘ ডাকে। ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি আসে।ঝিপ্রকৃতি মুখর হয়, ঘন কালো আকাশের অবিশ্রান্ত বারি পতনেরঅপরূপ শব্দে।

পরিবার-সংস্কারঃ “তোমার নাম কি খোকা!”

“তপন”

“তোমারমা নেই বুঝি!”

নরমজায়গায় আঘাত পড়িল। তপনের মুখ কণ হইয়া গেল। ট্র্যাজিক বোধ ঃ উপরেমেঘাচ্ছন্ন আকাশে প্রলয় নৃত্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নীচে মাটির বুকেবিয়োগবিধুর এক শিশু চিত্তের বেদনা; মনে করিতেও কষ্ট হয়।

পাহাড়ের খাদে পড়ে গিয়েবালিকা-সঙ্গিনীর মৃত্যুতে বালক তপনের মনোবেদনায় গল্পটি শেষ হয়।গল্পটি সাধারণ; তবু লক্ষ্য করি, ঘটনাধারার চলমান বিবৃতি বর্জনকরে গল্প-বর্হিভূত এক কথক-চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন লেখক। ফলেপ্রত্যক্ষ থেকে গল্পকার একটু দূরে অবস্থান করেন।গতানুগতিক বালকোচিত রচনার মধ্যেই একটু যেন শৈল্পিক সচেতনতারস্বাদ।

দ্বিতীয়গল্পটি -- ''ভালো-না-লাগার শেষ'' -- এক শিক্ষিতআধুনিক দম্পতির প্রেমমধুর এক আখ্যান। স্বামী স্ত্রী দুজনেই কর্মরত। স্ত্রীরউপর স্বামী কখনই জোর করবে না -- এই শর্তে বিবাহ। বিরহিনী রমণী শেষপর্যন্ত আত্মাভিমান দূর করে এসে মিলিত স্বামীর সঙ্গে। গভীরতর কোনোজীবনবোধ না থাকুক, একটি মধুর প্রেমের গল্প হিসেবে রচনাটিনিটোল। --- ''এখ ানে এই খোলামাঠে, নরম ঘাসে গাছের ছায়ায়, আকাশের নিচে বসলে পর চোখে কেমন যেননেশা লাগে, হাতদুটি কাকে যেন হাতড়ায়। অদিতি সবুজ ঘাসের ওপর পা ফেলতে বললো, ''একটা কথা এখনোজিজ্ঞেস করা হয়নি, তুমি কেমন অ াছো?''

মনেরাখতে হবে, এ ভাষার লেখকের বয়স সতেরো। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিণতবয়সেও এই সুরের ও রসের একা ধিক গল্প লিখে তৃপ্ত থেকেছিলেন।

১৯৩৭-এরতৃতীয় গল্পটি ''অন্ধশ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন''পরিণত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কোনো গল্পের প াশে দাঁড়াতে পারে।অন্ধশ্রীবিলাসের সারাদিন কাটে কর্মহীনতায় এবং অস্পষ্ট এক অভিমানে। নিজেরঅসহায় অক্ষমতায় সে তার চারিদিকের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয় ক্রোধ,স্বার্থপরতা, এবং ভোগবাসনা। তার স্ত্রী, ধনী-গৃহের পরিচালিকা বিন্দুস ারাদিনের কাজের শেষে শ্রীবিলাসের শারীরিক কামনায় কাতর হয়ে বলে--'ঘরে শুয়ে আছে তিন ছেলেমেয়ে। ওরা বেঘে ারে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু ওগো,তোমার চোখে কি ঘুম নেই? তোমার চোখের আগুন নেবাও, আমি তো আরপারি না।' কিন্তু শ্রীবিলাসের দৃষ্টিহীন অক্ষমতার যাবতীয়ক্ষোভ সেই কামনার মধ্যেই নিজের ব্যক্তিত্বকে আস্বাদন করে। বিন্দুরঅনিচ্ছায় কে ানো ফল হয় না। লেখক গল্পটি শেষ করেন -- 'আবারভোর হলো, কেউ না উঠতেই শ্রীবিলাসও উঠল, আকাশের না-দেখা সূর্যকেপ্রণামও করল পরলোক বিষয়ক একটি গানও ধরল।'

এখানথেকেই আমরা নিশ্চিত হয়ে যাই যে সোমেন চন্দের সাহিত্য-প্রতিভা ছিলপ্রায় সহজাত। সে প্রতিভা বিশেষভাবে ছে াটগল্পকারেরপ্রতিভা।

তাঁরকোনো লেখায় একটি বাহুল্য শব্দ নির্দেশ করা দুরূহ। তাঁর কোনো গল্পেবাড়তি চরিত্রের দূরতম আভাসও দেখা যায় না। তাঁর গল্পগুলিপ্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচল গতিতে অনুভুতির শেষ লক্ষ্যবিন্দুটির অভিমুখে বহমান থাকে। একটি অনুভবকে কেন্দ্রে রেখে দুটি একটিঘটনার বয়নে তাকে একটি সংবদ্ধ আখ্যানের রূপ দিতে তিনি সিদ্ধ। সংলাপ ওবর্ণনার প্রতিটি ইঙ্গিত, মনোবিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা ও প্রতীকব্যবহারের দক্ষতায় তিনি অনায়াস হয়ে উঠেছিলেন সতেরো বছর বয়সেই।অন্ধশ্রীবিলাসের এই গল্পটিতে আমরা যেভাবে শ্রীবিলাসের চরিত্র চিত্রণপ্রত্যক্ষ করি তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়তারাশঙ্করের খোঁড়া শেখ, তারিণী মাঝি এবং ''অগ্রদানী''রব্রাহ্মণকে। স্মরণ করিয়ে দেয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের''প্র াগৈতিহাসিক'' এবং''সরীসৃপ'' গল্পের চরিত্রদের। এইসব চরিত্রেরাআমাদের চিত্তে গৃহীত হয় -- সুখেও নয়, দুঃখেও নয় -- নিরালোক ও নিত্তর একস্তব্ধতায়। সোমেন চন্দের অন্ধশ্রীবিলাস তেমনই একটি চরিত্র।

সতীশপাকড়াশি সোমেনকে প্রথম মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট করেন ১৯৩৮-এ।সেই সময় বিভিন্ন জেল থেকে মুক্তি লাভ করে বেশ কিছু মার্কসবাদী আদর্শেবিশ্বাসী বিপ্লবী ঢাকায় আসেন। এই সংযোগ সোমেনের সাহিত্য-সৃষ্টিরপক্ষে অতীব ফলপ্রসু হতে চলেছিলো। যদিও এই সংযোগই ১৯৪২-এ ডেকেআনে তাঁর মৃত্যু।

সাহিত্যচর্চারঝোঁক ছিলো বলে সোমেন অল্প বয়স থেকেই বই পড়তেন। বাড়িতে বেশি বই কেনা সম্ভব না হলেও ঢাকার স াধারণ পাঠাগারগুলি ওপুস্তকপ্রেমীদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বই পেতেন তিনি।সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হব ার পর তাঁর বই পড়ারঝোঁক আরও অনেক বেড়ে যায়। সেই সময় ঢাকায় নিষিদ্ধ কমিউনিস্টপার্টির গোপন কার্যাবলি অনুষ্ঠিত হত। শ্রমিককৃষকদের সঙ্গেসংযোগ-স্থাপন, ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা, ধর্মঘট পরিচালনা ইত্যাদিসবই তখন চলছে। সেই সঙ্গেই গড়ে উঠেছে একাধিক কমিউনিস্টপাঠচত্র।

১৯৩৮-এসোমেন 'প্রগতি পাঠাগার' নামে এক পাঠাগারেরপরিচালক-সদস্য ছিলেন। ১৯৩৯-এ তিনি একটি কমিউনিস্ট পাঠচত্রে যোগদেন।

এইসময়ে মার্কসবাদের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা এবংপত্রিকা-সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যনির্মলকুমার ঘোষ।

নির্মলকুমারঘোষ প্রথমে 'অগ্রগতি' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সময়েইঅচেনা লেখকের 'অন্ধশ্রীবিলাসের অনেক

দিনের একদিন' গল্পটি পড়েতিনি মুগ্ধ হয়ে যান। ১৯৩৯-এ সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি' বন্ধ হয়ে যাওয়ায়'সবুজবাংলার কথা' ন ামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তিনিপ্রকাশ করেন। কুড়িটি সংখ্যার পর সেটি বন্ধহয়ে যাওয়ায় তাঁরসম্পাদনায় প্রকা শিত হতে থাকে 'বালিগঞ্জ' নামে আর একটিপত্রিকা। এই তিনটি পত্রিকাতেই সোমেন চন্দের গল্প প্রকাশিতহয়েছিলো। তণ সোমেনের গুণমুগ্ধ নির্মলকুমার ঘোষ সব সময়েই তাঁকেউৎসাহ দিয়ে গেছেন। সোমেন কলকাতার নির্মলকুমারের গৃহেও একবার এসেছিলেন।এইসব সূত্রেই সাহিত্যের এক বিস্তৃত জগতের দরজা তাঁর সামনে খুলে যায়।তাঁর নিজের আগ্রহও এ ব্যাপারে ছিল তীব্র। এই সময়ে যেসব লেখকের লেখা তিনিপড়তেন তার কিছুটা উল্লেখ করেছেন সোমেন চন্দের সেই বয়সের সঙ্গী ওঢাকার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত!-- 'এ সময়ে যে-সব লেখকের লেখা তিনি পড়তে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তাঁদেরমধ্যে টি এস এলিয়ট, অডেন, স্টিফেন, স্পেন্ডরের মতো কবি এবং ভার্জিনিয়াউলফ্, অলড্যস হাক্সলী, ই এম ফরস্টার, হেমিংওয়ে, গর্কি, শলোখভ,রেমার্ক, ইগনোৎসিও সিলোনি, লুডভিগ রেনে, আঁদ্রে জিদ্, টমাস মান, আপটন সিনক্লেয়ার,পার্ল বাক প্রভৃতি ঔপন্যাসিক ছিলেন।'২ এছাড়াওনির্মলকুমার ঘোষ জানিয়েছেন - - Anthropology, Economics এবং Philosophy of Religion তার পঠিত বিষয়সমূহের মধ্যে বিশিষ্টহয়েছিল।'৩ উল্লেখিতঅংশগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে সোমেন চন্দের সাহিত্যচি ছিল গভীর, উদার এবংবৈচিত্রমুখী। প্রগতি সাহিত্য বা প্রগতিবিরোধী সাহিত্য জাতীয় কোনআংশিক ভাবনা তাঁর ছিল না আঠারো বছর বয়সের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেনবিশ্বসা হিত্যের স্বাদ, চিনে নিয়েছিলেন সুসাহিত্যের লক্ষণ। সোমেন চন্দেররচনাবলির দুর্লভ সাহিত্যগুণের চাবি পাওয়া যাবে এখ ানেই। প্রকৃতসাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা তাঁকে মুক্ত রেখেছিলো সরল, একস্তর,প্রচারমূলক সাহিত্য রচনার দায়বোধ থেকে। নিজের মনের স্বাভাবিক গভীরতার সঙ্গে মার্কসবাদী বিশ্বাস মিলিয়ে যে জীবন-দৃষ্টি তিনি অর্জন করেছিলেন সেখানে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখাদিয়েছিলো জীবনের সম্পূর্ণতার বোধ। জীবনের শুষ্কতা ও স্নেহ, দাহ ও শৈত্য,গতি-আবর্ত-অনড়তার ঘ াত-প্রতিঘাতে প্রতি মুহূর্তে ধাক্কা খেয়েচলা মানুষকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর গল্পের কেন্দ্ররূপে। সে কারণেসঙ্ঘশক্তির জয় ঘোষণায় তাঁর গল্পে সব সময় শেষ হয়নি - কখনো কখনোতিনি আঙুল রেখেছেন ব্যক্তির অসহায়তা, একাকিত্ব, নৈর াশ্য ও ব্যথারজায়গাগুলিতে।

১৯৩৮-এসোমেন চন্দের যে গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তাদের মধ্যে আছে"স্বপ্ন", "সংকেত","মুখোস", "অমিল", "র াণুও স্যর বিজয়শঙ্কর", "এক্স সোলজার","পথবর্তী", ও "সত্যবতীর বিদায়"।এর মধ্যে "মুখোস" গল্পটি সাপ্তাহিক 'নবশক্তি'পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা গেলেও গল্পটির সন্ধান করাযায়নি।

অন্যান্যগল্পগুলিকে যদি বিচার করি বিষয়বস্তুর দিক থেকে, তাহলে দেখবো"সংকেত" এবং ক্ষীণভাবে "অমিল"ছাড়া বা কি গল্পগুলিতে লেখকের উদ্দেশ্য কেবল মানুষকে দেখানো। বিচিত্রমানুষ! তার ভালবাসা ও ভ্রান্তি, স্বার্থপরতা ও অ াত্মপ্রবঞ্চনা, স্নেহ ওদ্বন্দ্ব।

গল্পগুলিরমধ্যে কাঁচা লেখা ও পরিণত লেখা মিশে আছে। "পথবর্তী"গল্প বংশমর্যাদায় উপযুক্ত নয়বলে মালতীর পিতা, সুব্রতর সঙ্গে কন্যারবিবাহ দিতে অস্বীকার করেন। ব্যর্থ প্রেমিক বিদায় নিয়ে চলে যায় না।কিন্তু ওই গল্পেই লেখক নায়িকার বর্ণনা করে বলেন -- 'মালতী কোনোউত্তর না দিয়ে অনির্দিষ্টভাবে চেয়ে রইল। তার এমন হয়, মাঝে মাঝেইহয়, পূর্ণ উদ্যমে একটা আলোচনায় যোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত আর টিকেথাকতে পারে না, ভেঙ্গে পড়ে।' ঐ গল্পেই নারী-পুষের মিলন বর্ণনায়লেখক ব্যবহার করেন দুটি মাত্র কাব্যময় পঙ্‌ক্তি -- 'কোন এক অলিখিতকাব্য টুকরো টুকরো হয়ে সেই ঘরের বাত াসে শূন্যতায় গভীরভাবে মিশেগেল।'

আলোররেখাগুলো যেন কাঁপতে লাগল। দু'একটি বাক্যে চরিত্রের মনের অতলতাও কাব্যরস-সমৃদ্ধ চিত্রকল্প এঁকে দেবার ক্ষমতার পরিচয় পাই।আবার মনে পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। এই দুই গুণের সমাহার ছিলোতাঁর লেখাতেও।

এইবছরে প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করলো সাম্যবাদীদৃষ্টিকোণ, সমাজের শ্রেণীভেদ সম্পর্কে তীক্ষ্ণতর চেতন া। সরল ওএকরৈখিত গল্প "অমিল"। ধনীকন্যা কিশোরী তার দরিদ্রবান্ধবীকে বিনা প্রমাণে চোর বলে বিশ্বাস করে নেয়; নির্দেশিত হয়েযায় তাঁর শ্রেণী-চরিত্র। কিন্তু এখানে লেখককে অল্পবয়সী বলে চেনাও যায়।"রানু ও স্যর বিজয়শঙ্কর' গল্পে ধনবান ও অসুখী(মার্ফিয়া ইনজেকশন নিতে হয়) বিজয়শঙ্কর স্বপ্নে দেখেনহারিয়ে যাওয়া ছোট্টো গরিব মেয়ে রানুকে। যে-রানু তাঁকে বলেছিল --'বাবা কী বলে জানেন? বলে, বড়লোকেরা দস্যি, ডাকাত, পরের লুঠ করেনেয়।' গল্পটি সরল ও

বক্তব্যমূলক হলেও বিজয়শঙ্করের দ্বন্দ্বও তারপ্রতি লেখকের সহানুভূতিও লক্ষণীয়। মানুষকে সাদা-কালো ভাগেভাগ কর ার যান্ত্রিকতা সোমেন চন্দ প্রথম থেকেই বর্জন করে চলতেপেরেছিলেন।

এইধারার শ্রেষ্ঠ গল্প "সংকেত"। সংগ্রামী বিশ্বাসকেগল্পে প্রতিষ্ঠিত করা অথচ গল্পের শিল্পগুণ অক্ষুণ্ণরাখা -- এই দু'দিক মিলিয়ে দিতে কম লেখকই পারেন। এ ধরনের গল্পেএক জাতীয় ঋজুতা কাঙ্খিত অথচ তা স্লোগানে পর্যবসিত হওয়াও ক াম্যওনয়। সেরকম গল্প সত্যিই আমরা কিছু দেখেছি, সেই সব বিদেশী লেখকদেরকলমে উৎসারিত হতে যাঁরা উৎপীড়কদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন বারবারকিন্তু প্রতিবাদ করতেও ছাড়েননি কখনও। সেরকম গল্প স্বাভাবিকভাবেইতাই বেশি রচিত হয়েছে জার্মানিতে, স্পেনে, লাতিন আমেরিকায়, আফ্রিকায়,কালো আমেরিকানদের হাতে। বাংলা সাহিত্যে তেমন গল্প কমই। তবু আমরাখানিকটা কাছাকাছি ভেবে নিতে পারি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের"হারানোর নাতজামাই" বা "ছোটবকুলপুরের যাত্রী" গল্পদুটিকে। "সংকেত"এদেরই পাশে দাঁড়াবার যোগ্য গল্প। এক কাপড়কলের ম্যানেজার ত ারমিলের জন্য শ্রমিক সংগ্রহ করতে এসেছে গ্রামে। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে গ্রামীণযুবকেরা সেই ম্যানেজার ও তার দ ালাল 'বাচচা মৌলবী'রপ্ররোচনায় শ্রমিক হতে চলে তেমনই এক যুবক রহমান। দরিদ্র পিতারপুত্র, নববিবাহিতা তণীর স্ব ামী, পুঁটলিতে বাঁধা মুড়ি-চিঁড়ে-গুড় আরচোখে রোজগারের স্বপ্ন। আশ্চর্য কুশলতায় লেখক একসূত্রে বেঁধেছেনসিল্কের চ াদর-শোভিত হিন্দু মিল ম্যানেজার ও সুর্মা দেওয়া চোখের মুসলমানসহচর "বাচচা মৌলবী'কে। দেখিয়েছেন শোষিতরা এক জাতেরলোক, শোষকেরাও তাই -- তাদের হিন্দু ও মুসলমান বলে আলাদা করা যাবে না।অতঃপর রহমান কর্মস্থলে পৌঁছে দেখেছে ধর্মঘটী শ্রমিকদের ছাঁটাই করেদেবার জন্যই তাদের নিয়ে আসা। তার সামনে খুলে গেছে জটিল পুঁজিব াদী নগরসভ্যতার পর্দা। সংঘর্ষে আহত যন্ত্রণার্ত রহমান নদী তীরে নিঃসঙ্গ বসে থাকে --'নদীর জলের দিকে চাহিয়া রহম ানের চোখ আবার ছলছল করিয়াউঠিল।' প্রথমবার তার চোখে জল এসেছিলো গ্রাম ছেড়ে আসার সময়েপিতাকে ও নববিবাহিতা পত্নীকে ছেড়ে আসার ব্যাক্তিগত বিরহ-দুঃখে। দ্বিতীয়বারতার চোখে জল আসে বিজোড়া শোষিত শ্রমিকের সহমর্মিতায়। এইবিস্তারের সঙ্কেতই এই গল্পের শিরোনাম। এ জাতীয় গল্প লেখাহয়তো বা সরলতর কাজ নয়। তাই সে ামেন চন্দের সুবিখ্যাত গল্প"ইঁদুর" মনে রেখেও হয়তো বলা যায় বিশেষপরিকল্পনাটির শর্ত মেনে নেবার পর "সংকেত"গল্পটির নির্মাণ আশ্চর্যভাবে নিখুঁত। বোধহয় আমরা সর্বাংশে মেনে নিতেপারি না অন্নদাশংকর রায়ের সমালে াচনা -- 'সংকেত গল্পটিতেএকরাশ লোকের দেখা মেলে।... এটি একটি উঁচুদরের গুণগল্প হতেযাচ্ছিল। কিন্তু শেষ হলো একটি ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়দৌর্বল্যে। নায়ক না হলে গল্প ব্যক্তিবিশেষ যে অখন্ড সমাজেরই অংশ --এই দুটি কথা অন্নদ াশঙ্কর সেভাবে মনে রাখেননি বলেই মনে হয়।সমালোচনাটি আগাগোড়াই একটু লঘু সুরে লেখা।

"সত্যবতীরবিদায়" গল্পটি অন্যরকম। রূপহীন, বিত্তহীন, প্রৌঢ়াসত্যবতী ধনী সপত্নীপুত্রের গৃহে আশ্রয়প্রার্থী। আবেদন ও মিনতি তার রীতিনয়। মুখরা সত্যবতী দাবী করে তার অধিকার কিন্তু আমরা বুঝে নিই তারএই সাজানো অধিকারবোধের তলায় বিঁধে আছে নিরাশ্রয় হবার ভয়ের কাঁটা।সত্যবতী সে গৃহে আশ্রয় পায় কিন্তু কী এক অব্যক্ত প্রতিহিংসাবশে সেসপত্নীপুত্রের শিশু ছেলেমেয়েগুলিকে সন্ত্রস্ত করে তোলে ভূতের গল্পশুনিয়ে। শিশুগুলি ভয় পেতে থাকে, ত্রাসে অস্বাভা বিক হয়ে উঠতে থাকেক্রমশ। এরপর সে বিতাড়িত হয় -- তবু ভেঙে পড়ে না। ভোরবেলা পথেবেরিয়ে পড়ে নতুন আশ্র য়ের সন্ধানে -- 'তোমাদের বাস শেয়ালদায়যাবে?' আশ্রয় দাতার প্রতি আশ্রিতের বিচিত্র এক প্রতিহিংসারগল্প মনস্তত্ত্ব স স্মত ভাষায় ও ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেনলেখক। আবার একথাও বুজিয়ে দিয়েছেন যাদের বেঁচে থাকাটাই সংকট তার াইএই সব অস্ত্র শাণিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।

এইপর্বের অবিস্মরণীয় গল্প "স্বপ্ন"। আবারমনে পড়ে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠদুই গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ওজগদীশ গুপ্তকে। তামাকের আসরে শংকর শুনেছিল নৌকোর স্বপ্ন দেখলেমৃত্যু হয়। কথাটি তার মনে গেঁথে যায় এবং দু'এক রাত পরেই সেনৌকোর স্বপ্ন দ্যাখে। গ্রামে তখন কলেরার মড়ক। স্বপ্ন দেখেমৃত্যু। মধ্যবর্তী পর্যায়ে শংকরের সংস্কার, মৃত্যুভয় ও উদগ্র জীবনলোভকুৎসিতভাবে বেরিয়ে আসে। অন্তিম মুহূর্তে তার কুসংস্কার ওখাদ্যলোভের পরিণামী মৃত্যুর দায় নৌকে ার স্বপ্ন দেখা নিয়তিরউপর চাপিয়ে দিয়ে সে মারা যায়। গল্পটির নির্মম বাস্তববাদী সুরজগদীশ গুপ্তের রচনা ভঙ্গিকে স্মরণ করায়। তবে তাঁর"দিবসের শেষে" কিংবা "হাড়"গল্পে সংস্কারের সঙ্গে কিছুটা নিয়তিরি কাছে মানুষের অসহায় অ াত্মসমর্পণেরআবহও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সোমেন চন্দের গল্পের পুরো ব্যাপারটাইবৈজ্ঞানিক অথচ তাঁর লিখন-রীতি

যেন মানুষের চরিত্রকেই তার নিজের নিয়তিকরে তোলে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''হলুদ পোড়া''গল্পের সঙ্গে এ গল্পের একটা প্রাথমিক তুলনা চলতে পারে কিন্তুসোমেন চন্দের গল্পটিতে জীবন-বাসনার তীব্রতা যখন অকম্পিত রেখায়মৃত্যুতে গিয়ে শেষ হয় তখন আমরা এমন এক ট্র্যাজিক-চেতনার স্বাদ পাই যাসাধারণভাবে বাংলা ছোটগল্পে খুব সুলভ নয়।

এইসূত্রে আমরা আলোচনা করে নিতে পারি সোমেন চন্দের ''রাত্রিশেষ'' গল্পটির বৈশিষ্ট্য ও কারণ কারও অনুকরণ না করলেও যেমন মাঝে মাঝে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্তের কথা আমাদের মনে পড়েসোমেন চন্দের কথা বলতে গিয়ে, তেমনিই এই গল্পটির প্রসঙ্গে মনে পড়েতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। নির্মলকুমার ঘোষকে এক সময়ে তিনিলিখেছিলেন যে বাংলার গ্রামের সঙ্গে, বৈষ্ণবদের আখড়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয়আছে। ''রাত্রি শেষ'' গল্পে আছে সেই পরিচয়ের চিহ্ন।প্রৌঢ় রতন গোঁসাই-এর বৈষ্ণবী ললিতা -- তণী ও সুন্দরী। ঝুলনপূর্নিমার রাত্রে তার প্রেমিকের সঙ্গে সে ঘর ছাড়ে। স্তরেস্তরে রতনের বিরাগ ও ললিতার অন্যানুরাগকে সত্য করে তুলেছেন লেখক।ললিতা চলে যাবার পর রতন ফিরে দ্যাখে গতযৌবনা বিনোদিনীর দিকে -- যেএক সময়ে ছিল তণী, সুন্দরী ও তারই বৈষ্ণবী। জীবনের নির্মম বিচারএভাবেই মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

গল্পটিতেতারাশঙ্করের একাধিক গল্পের ছাপ আছে। বিশেষত বৈষ্ণবদের এইশ্রেণীর মধ্যে প্রেম-সম্পর্ক বিষয়ে যে বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ওভাষাভঙ্গি প্রচলিত তার সুন্দর রূপায়ণ গল্পটিতে দেখি।

১৯৩৯থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে সোমেন চন্দ ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনেরসঙ্গে পুরোপুরি জড়িত। ১৯৩৯ থেকেই তিনি রেলকর্মী ইউনিয়নের কাজেনিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন, ১৯৪১-এ হয়েছিলেন রেলকর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক।সোমেন চন্দের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনিল মুখোপাধ্যায় বলেছেন --সারাদিন এত পরিশ্রম কীভাবে করেন এ প্রশ্নের উত্তরে সোমেনবলেছিলেন -- 'সারাদিন রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে না থাকলে আমি আজকাললিখতে পারি না।'২ এই সময়েও কিন্তু তাঁর গল্পে প্রচারমূলকবক্তব্যের অতিস্পষ্টতা দেখা যায়নি। দেখা গেছে জীবন-সম্পৃক্তির সত্যতা ।বস্তুতই, একুশ/বাইশ বছরের যুবক সোমেন চন্দ সম্পর্কে 'পরিণতকথাশিল্পী' অভিধা বিনা দ্বিধায় প্রযুক্ত হতে পারে।

এইসময়ের কোনো কোনো গল্পে তাঁর রাজনীতি-লগ্ন জীবনেরপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি ব্যবহার করেছেন। ''একটিরাত'' গল্পের রাজনৈতিক কর্মী সুকুমার পাভেল হবারস্বপ্ন দেখে। তার অনিয়মিত জীবনের আশ্রয় তার মা। গোর্কির মা নন,নিতান্তই সাধারণ বাঙালি পরিবারের মা। ছেলের মুখে শুনে শুনে তিনিওএকদিন গোর্কির 'মা' বইটি পড়ে নেন। প্রতিবেশিনী বীণারঅনুক্ত ভালোবাসা সুকুমারের প্রতি। ক্ষুধার্ত, অস্নাত সুকুমারকেস্মরণ করে সে সুকুমারের পোষা কুকুরটিকে খেতে দেয়, স্নানকরিয়ে দেয় সুগন্ধিসাবানে। বীণার প্রেম্স্পৃষ্ট কামনার সুন্দরপ্রকাশ ঘটেছে। এই অংশে। তারপর বাড়িতে পুলিশ আসার সময়েসুকুমারকে নিরাপদ রাখার চেষ্টায় এক হয়ে যান মা আর বীণা,যে-বীণাকে তার আগে পর্যন্ত মা'র পক্ষে প্রসন্নভাবে গ্রহণকরা সম্ভব ছিলো না। তবু সুকুমারকে পুলিশে নিয়ে যায়। মা পরের দিনসকালে বীণাকে ডেকে শোনান রাজপথে মিছিলের প্রতিবাদী ধ্বনি।গল্পটিতে সত্যতা গুণ অসামান্য, আর শিল্প গুণও সামান্য নয়।পাভেলের মা পুত্র ও তার সঙ্গীদের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবের অগ্নিময় মঞ্চেউপস্থিত হয়েছিলেন। সেই ছবিটিরই যেন একটি ছোটো প্রতিচিত্রণএই গল্পে।

''দাঙ্গা''গল্পটিকে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সম্পর্কিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প মনেকরেছেন অনেকেই। গল্পটির নায়ক অশোক কমিউনিস্ট। সে তার হিন্দুসোশ্যালিস্ট ছোটো ভাই অজয়কে সাম্প্রদায়িক বিরোধের ক্ষতিকারকও অমানবিক দিকগুলির কথা বোঝায় কিন্তু অজয় বোঝে না। শহরের নানা দিকথেকে আসে ছোটো ছোটো খবর, তৈরি হয় টুকরো টুকরো দৃশ্য। টেনশনক্রমে টান হয়ে উঠতে থাকে। পলিটিক্যাল ইডিয়লজি আর মানুষেরমনঃপ্রতিক্রিয়ার সংমিশ্রণে গল্পটি একটি সার্থক রাজনৈতিক গল্পহয়ে উঠতে পেরেছে। তারপর গল্পটি শেষ হয় কোনো নাটকীয়তায়নয়। পথে রক্ত পড়ে আছে দেখে অশোকের মনের একটি অনুভবে -- 'কারদেহ থেকে এই রক্তপাত হয়েছে কে জানে?' যার রক্ত সে হিন্দুও হতে পারেঅথবা মুসলমান -- সাম্প্রদায়িক বিরোধের এই নিরর্থক রক্তপাতের দিকে ইঙ্গিতকরে গল্পটি।

১৯৩৯-এ ঢাকায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠিতহয়। প্রথম থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সোমেন চন্দ। এই সংঘের কলকাতাশাখা থেকে যেমন 'প্রগতি' নামে একটি সঙ্কলন-গ্রন্থপ্রকাশিত হয়েছিলো তেমনিই ঢাকার শাখা থেকে প্রকাশপেয়েছিলো 'ত্রান্তি' নামে একটি সংকলন ১৯৪০-এ।'ত্রান্তি'তে প্রকাশিত হয়েছিলো সোমেন চন্দের''বনস্পতি''।

পীরপুরের হাটের প্রাচীন বটগাছ এগল্পের নায়ক। তাকে ঘিরে আবর্তিত হয় দুশ বছরের ইতিহাস ---মহাবিদ্রোহ থেকে গ ান্ধীর আন্দোলন। তারপর ভাষ্যধারা চলে আসে বর্তমানে। একালের নতুনসমাজচিন্তায় উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী বটগাছের তলায় জনসভায় ভাষণ দিতেগিয়ে প্রান হারায়। বটগাছটিও পড়ে যায় ঝড়ে। কিন্তু লেখক বলেন -'অনেক নতুন বৃক্ষ জন্ম নিবে, ইহাও আশা করা যায়।' তুলনামূলকভাবে এই গল্পটিতে অবশ্য কিছু স্পষ্টভাবেবক্তব্যমূলক বলা যায়য তবু আগাগোড়া এক নিরাসক্ত স্বরগ্রাম ধরে রাখায় এবংসজেতনভাবে ব্যবহৃত সাধুভাষায় ঈষৎ দূরত্বের ব্যবধান থাকায় গল্পটিতেব্যক্তি-স ম্পর্কের ঘনিষ্টতার পরিবর্তে একটি সর্বকালিক ইতিহাসবোধপ্রতিফলিত হয়েছে।

''ইঁদুর''গল্পটি বহুগঠিত। সঙ্গত কারণেই এ-গল্পকেতাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা রূপে অভিহিত করা হয়। একটিছোটগল্পের অ াকারের মধ্যে লেখক দেখিয়েছেন একটি বিশেষ সমাজেমধ্যবিত্তশ্রেণীর সমগ্র অবস্থাটির সংহত প্রতিফলন। তিনি যে সাম্র াজ্যবাদীঅর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত বিত্তহীন, অক্ষম, মধ্যবিত্তশ্রেণীকে দেখানতারা সর্বতোভাবে আত্মপ্রবঞ্চক। তাদের চ াওয়ার অর্থ সামান্য কয়েকটাপয়সা, বিনোদন দিবাস্বপ্নে, প্রভুত্ব অসহায় স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদেরউপর, ভোগের উপকরণ স্ত্রীর দেহ আর বীরত্বের আস্ফালন কয়েকটিইঁদুর ধরা পড়ায়। এই 'ইঁদুর' মোটিফটি গল্পে প্রথমথেকেই ব্যবহৃত। পুঁজিবাদী সম াজের এই নিজের স্তরটির শিরায় শিরায়চলে বেড়ায় ইঁদুরের আত্রমণ, একটি ইঁদুর মারা কল কেনার পয়সারওঅভাব। অবশেষে কোনোত্রমে কয়েকটি ইঁদুর ধরা পড়েছে বলে সেই ঘটনাটিকেবিচ্ছিন্নভাবে বড় করে দেখা --- আসলেকোনো প্রতিকারই যাতে হবে না। কিন্তু এই গল্পের বক্তা-চরিত্রসুকুমার এই বিষ-বৃত্তের বাইরে যাবার পথ কাটে। রেল-শ্রমিক সংগঠনে সে দেখেএসেছে নতুন কালের কর্মী মানুষের সংকল্প। গল্পটি ঘুরে এসে আবার বন্দীইঁদুর ধরার গর্বে উল্লসিত সুকুমারের পিতার ছবিতে শেষ হয়েছে। লেখকগল্পটিরশেষ বিন্দুতে সত্যের ছবিই রেখেছেন,স্বপ্নের ছবি নয়।

সমগ্রভাবেদেখলে সোমেন চন্দের গল্প সম্পর্কে আরো কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করাযায়। মধ্যবিত্তশ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থ ার অসামঞ্জস্য ফুটিয়ে তুললেও সোমেনেরগল্পে সুস্থ পারিবারিক জীবনের কাঠামোটি কিন্তু তেমন ভেঙে পড়েনা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অনেক সময়েই দেহ-সম্পর্ক মাত্র-এমন ইঙ্গিত থাকলেও তাসর্বাত্মক হয়নি কখনো। মাতা ও পুত্রের সম্পর্ক সব সময়েই স্বার্থহীন স্নেহ ও গভীরমমতাময় শ্রদ্ধার বন্ধনে বাঁধা। অল্প বয়সে নিজের মা'কে হারিয়ে বালকসোমেন বিমাত াকেই মা বলে জেনেছিলেন। সেই জানা যে কত গভীর ছিল তা তাঁরআঁকা মাতৃচরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়। মা'র সঙ্গে গভীরবিশ্বাসের নিকট-সম্পর্ক তাঁর সৃষ্টিকর্মের বহু অংশেই প্রকাশিতহয়েছে, চিনিয়ে দিয়েছে লেখকেরমনকে।

সোমেনচন্দের দুটি গল্পে সুকুমার নামের এক তণকে পাওয়া যায়। সে সাম্যবাদেবিশ্বাসী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, অত্যন্ত সংবেদনশীল মনেরঅধিকারী। নিজের চরিত্র-নির্যাস মিশিয়েই ''একটি রাত''ও ''ইঁদুর'' গল্পের সুকুম ারকে তিনি সৃষ্টিকরেছিলেন। আরো অনেক গল্প লেখার অবকাশ পেলে লেখকের মনের বির্বতনআমরা স্পষ্টতরভাবে হয়তোঅনুভব করতে পারতাম এ-জাতীয় আরও গল্পের সাহায্যে।

সোমেনবেশ কয়েকটি প্রেমের গল্প লিখেছিলেন। কিন্তু তণ-চিত্তের কোনোআবেগ-উচ্ছাস সেখানে প্রাধান্য পায় না। প্রেমকে বেঁচে থাকার অন্যতমইতিবাচক রূপ হিসেবেই দেখেছিলেন তিনি। ''ভালো না লাগারশেষ'' গল্পের প্রেম-অনুভব সুন্দরভাবে পরিবেশিত কিন্তুগতানুগতিক। তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য ''মদ্যান''গল্পের দূর সম্পর্কের আশ্রিত নু-র সঙ্গে তার বীণাদির সম্পর্ক।গল্পটিতে কোন যৌনতার ইঙ্গিত তিনি নিয়ে আসেননি। কিন্তু অব্যক্তভালোবাসার সম্পর্কটি ঠিকই প্রকা শিত হয়েছে। ''একটি রাত'' গল্পের বীণার সঙ্গে সুকুমারের দেখাই হয় না। তবুসুকুমারের প্রতি ভালোবাসা যেভাবে লেখক দেখিয়েছেন তার চেয়েভালোভাবে বুঝি প্রকাশ করা যেতো না। সোমেন চন্দেরপ্রেম-অনুভূতির অপরিসীম সুক্ষ্মতা ও প্রাজ্ঞ পরিণতি আমাদেরবিস্মিত করে '' ইঁদুর '' গল্পের একটি ছত্রে।পৌঢ় পিতা মধ্যরাত্রে স্ত্রীকে নিম্নস্বরে নাম ধরে ড াকছেন শুনতে পেয়ে যুবকপুত্র ভাবে - 'মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলুম।.....।'

সোমেনচন্দ যে তাঁর গল্পে একই সঙ্গে, একই স্তরে ও বিশ্বাসে, অনায়াসভাবেহিন্দু ও মুসলমান-উভয় শ্রেণীর চরিত্রকে নিয়ে এসেছেন তাতে অবাক হবার কিছুনেই। চল্লিশের দশকে বামপন্থী কর্মীরাই ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্ধেলড়াই করেছিলেন।

সোমেনচন্দের ছোটগল্প শিল্প রূপের দিক থেকে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যেরঅধিকারী তা জানতে গেলে আমাদের প্রথম বুঝে নিতে হবে চল্লিশের দশকেরসমাজ-তন্ত্রবাদীদের চোখে প্রগতি সাহিত্যেরস্বরূপ। কারণ সোমেনেরসামনে ও সেই আদর্শটি

অনেকটাই ছিল।

সমাজতন্ত্রবাদীরাচিরকালই সাহিত্যকে অত্যন্ত বেশি গুত্ব দিয়েছেন পৃথিবীর সব দেশেই।লেখা হোক গল্প-উপন্যাস - কবিতা; সে লেখার মধ্যে থাকুক নতুনযুগের কথা; থাকুক উৎপীড়িতের জাগরণ, প্রতিরোধ, সংগ্রাম ওজয়ের কাহিনী- এরকমই ছিলো সাহিত্যের কাছে তাঁদের প্রত্যাশা। এজন্যইবিংশ শতাব্দের পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রবাদীচিন্তার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রগতিশীল সাহিত্য বাপ্রোগ্রেসিভ্ লিটারেচার একটিবিশিষ্ট সাহিত্য-ধারণা হয়ে ওঠে।

প্রগতি-সাহিত্যেরধারণাটিকে কিন্তু একেবারে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। বিভিন্নদেশে, বিভিন্ন সময়ে ধারণাটি গৃহীত হয়েছে। কিছু কিছু ভিন্নতাসহ। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও ধারণাটির কিছুপার্থক্য ঘটে। সাহিত্যের বিষয় কোন্ জাতীয় হবে তা খানিকটাস্থীরীকৃত হয়ে যাবার ঝোঁক দেখা যায় এই মতবাদে। শোষক শ্রেণী ও শোষিত শ্রেণীর সম্পর্কে-সংঘাতদেখাতে হবে-এমন একটা দায়বোধ লেখকের মনে দেখা দেয়। প্রগতি-শিবিরেরপাঠকেরাও সেই প্রত্যাশাই করেন লেখকের কাছে। ফলে রচনা হয়েপড়ে কিছুটা পূর্ব-পরিকল্পিত , দেখা দেয় কৃত্রিমতা। ব্যক্তিমানুষকে দুটিশ্রেণীতে রেখে দেখার ফলে ব্যক্তির মনোবৈচিত্র তেমন সূক্ষ্মভাবে দেখাবারঅবকাশ থাকে না।

কিন্তুসাহিত্য হলো সেই সৃজনশীলতা যার জন্য শিল্পীর সমাজ-চেতনা ও ব্যক্তিকউপলব্ধি দুইয়েরই প্রয়োজন সমভাবে। শিল্পীকে স্বাধীন সঞ্চরণেরকিছুটা নিজস্ব ভূমি দিতেই হবে। অতিরিক্ত নিয়ম চাপাতে গেলে তাঁরপক্ষে সৃষ্টি করা প্রায়ই কঠিন হয়ে পড়ে। সব দেশেরইসমাজতন্ত্রবাদী শিবিরে সাহিত্যিকদের নিয়ে মাঝে মাঝে দেখা দেয় এমন সংকট।

সাম্যবাদীসঙ্ঘ, দল ও দেশ থেকে সাহিত্যিকের বিতাড়ন ঘটে অনেক সময়ে,কখনো কখনো সে সবদেশে তাঁদের যাপন করতে হয় নির্বাসিত জীবন। আবার সময়ের স্রোতে দলীয়নীতির পরিবর্তন ঘটলে বা নেতৃত্বের সহনশীলতা কিছু বিস্তৃত হলেবিতাড়িত সাহিত্যিক দেশে ফেরেন, নির্বাসিতরা মুক্তি পান -এ-ও দেখা যাচ্ছেঅহরহই।

ছোটগল্পের শিল্পী সোমেন চন্দের কথা বালার আগে মনে রাখতে হবে আরোদুটি প্রসঙ্গ। প্রথমত, সোমেন চন্দ ছিলেন এক সাগ্রহ পাঠক। তিনি পড়তেন নানা বিষয়ের বই এবংসর্বশ্রেণীর সাহিত্য গ্রন্থ। দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি ওরাষ্ট্রনীতির বই তিনি পড়তেন। কুড়ি বছর বয়সের সাধারণ মধ্যবিত্তঘরের তণের পক্ষে যা সহজে সম্ভব তার চেয়ে অনেকটা বেশিই পড়া ছিলোতাঁর।

তিনিপড়েছিলেন এলিয়ট্, অডেন, স্পেন্ডার, হাক্সলী, ভার্জিনিয়া উল্ফ্ই.এম.ফর্স্টার,হেমিংওয়ে, গোর্কি, শলোখভ, রেমার্কে,আঁদ্রে জিদ, টোমাসমান, সিনক্লেয়ার, পার্লবাক। নিজের পাঠের জগতে প্রাগতিক বাঅপ্রাগতিক বলে তিনি কোনো ভেদ করেননি এবং বিশ্বের সৎসাহিত্যেরগুণ কী হওয়া উচিত তা তিনি অনুভব করেছিলেন সরাসরি কালোত্তীর্নসাহিত্যসম্ভারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে।

লখনউ-তেঅনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সঙেঘর প্রথম অধিবেশনে সভাপতিপ্রেমচন্দ্ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন - সব সাহিত্যিকরাই প্রগতিশীলকারণে সাহিত্যে মানুষের পক্ষে কথা বলে। বৃহত্তর অর্থে প্রেমচন্দেরকথাটি সত্য হলেও প্রগতি-সাহিত্যের লক্ষণ নির্দেশের দিক থেকে একটুআংশিক। সব সৎ সাহিত্যই মানবতাবাদী কিন্তু যে সাহিত্যে মানুষের মহত্ত্বরূপায়িত হয় শ্রেণী সংকটের বিশ্লেষণ ও শ্রেণীসংঘাত প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে- তাকেই বলা হয়ে থাকে যর্থার্থ অর্থে প্রগতি-সাহিত্য।

আবার এ-ও ঠিকসাহিত্যিক যদি সচেতন সমাজতন্ত্রবাদী না-ও হন ভাববাদী আদর্শের মানবতাবাদী- যেমনছিলেন রবীন্দ্রনাথ -- তবু তাঁর লেখায়, সচেতনভাবেই হোক বা অসচেতনভাবে,মানুষের শ্রেণীগত পরিচয়, সংকট ও দ্বিধার ছবি ফুটে উঠবেই কারণমানুষকে তার শ্রেণীবিচ্ছিন্ন করে কখনোই দেখা যায় না।

সোমেন চন্দেরগঠিত বইগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায়, মানুষের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব - তারদেহ-মন- শ্রেণী-আর্দশ-বিশ্বাস সব কিছু নিয়েই সাহিত্যে উদ্ভাসিত হয় তা তিনিজেনে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন - এই জায়গাতেই সাহিত্যের সবচেয়ে বড়জোর। কিন্তু রচনাপদ্ধতি সমাজতন্ত্রীয় বিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট রেখেও সাহিত্যরচিত হতে পারে। সচেতনভাবে খানিকটা সে ধরনের চেষ্টা তিনিকরেছিলেন ১৯৩৮-র পর থেকে।

দ্বিতীয়ত, সোমেনচন্দ প্রথমাবধি সাহিত্যের শিল্পগুণ সম্পর্কে ছিলেন বিশেষভাবে আগ্রহী।তিনি । যখন গল্প লেখা শু করেন তখন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সাহিত্যিক ওসাহিত্য-সমালোচকেরা অনেকেই মুখর ও কিছুটা অসহিষ্ণু ছিলেন শুদ্ধমানবতাবাদী সাহিত্য সম্পর্কে। শোনা যায়, সোমেন চন্দ বলতেন - সমালোচনাকরলেই হবে না। লিখে দেখিয়ে দিতে হবে যর্থাথ

প্রগতি-সাহিত্যেররূপ।'

সোমেন চন্দেরগল্পের কথনরীতি বিবৃতিমূলক এবংপ্লট মোটের উপর গল্প আশ্রয়ী হলেও তা খুব প্রবলভাবেঘটনা-আশ্রয়ী নয়। তাঁর গল্পকে খানিকটা আবহ-নির্ভর বলা যায়। সেই আবাহকিন্তু রবীন্দ্রনাথের " একরাত্রি" বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের "তেলোনাপোতা আবিষ্কার" এর মতো প্রেমবোধ বা কাণ্যবোধেলিরিক্যাল হয়ে ওঠে না।

"ক্ষুধিতপাষাণ" এর মতো রহস্য-আবহময় গল্পও লেখেননি তিনি। বরং বলাযেতে পারে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিতে - যেমন " অন্ধশ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন", "দাদা", "ইঁদুর"ইত্যাদি গল্পে প্রধান হয়ে ওঠে একটি টেনশন-এর আবহ।

সোমেন চন্দের বিবৃতিধর্মী কথনরীতিরমধ্যেও কিছু রকমফের লক্ষ করা যায়। অনধিক ত্রিশটি গল্পের মধ্যে মাত্রচারটি গল্পে তিনি ব্যবহার করেছেন উত্তম পুষের বাচন। "শিশুতপন"(১৯৩৭) সোমেন চন্দের প্রথম প্রকাশিতগল্প। এখানে বিষয় একটি বালিকার র্দুঘটনাজনিত মৃত্যু এবং তার ফলে সঙ্গীবালকের শোক। গল্পটির একজন কথক আছেন যিনি ঘটনাটি ঘটে যাব ারঅনেকদিন পরে গল্পের পাঠক ও শ্রোতাদের গল্পটি বলছেন। গল্পটিরশু ঃ

ছোটবেলায়শুনিয়াছি-রূপকথার রাজপুত্র সোনার কাঠি স্পর্শ করাইয়া রাজকন্যার নিদ্রাভাঙিয়া দেয়। বুড়া ঠাকুমার মুখে ইহা শুনিয়া মনে হইত, নিছক একটিকাহিনী। কিন্তু বয়স হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল জনহীন পুরীর মাঝে অনুপমসৌন্দর্যলক্ষ্মী রাজকন্যা ও তেজস্বী রাজপুত্রের সাক্ষাৎকার ক্রমশই অপরূপহইয়া ওঠে।

সেই রকম একটিজীবন্ত কাহিনী ছোটবেলায় দেখিয়াছিলাম।"

"শিশুতপন" গল্পটি শেষও হয়েছে কথকের স্মৃতি ও মন্তব্যে ঃ

"অচলায়তনও নির্জনতার মাঝে একটা প্রাণের বির্সজন, কতটুকু তাহার মূল্য জানিনা। জানি পৃথিবী টলিবে না এই ঘটন ায় ।উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে প্রলয় নৃত্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নিচেমাটির বুকে এক বিয়োগ বিধূর শিশুচিত্তের বেদনা মনে করিতে কষ্টহয়।"

প্রথম রচিত এই গল্পটিতে বিষয়গত দিক থেকে কৃতিত্ব দাবি করবার কিছু নেই ।রচনারীতির সহজ বিবৃতিমূলক। কিন্তু সেই বিবৃতি দানের জন্য লেখক একটিভিন্ন চরিত্রের কথা ভেবেছেন যে প্রত্যক্ষভাবে গল্পটিরঘটনাংশের সঙ্গে যুক্ত নয়। যে দর্শক ও কথক। সম্ভবত এইভাবে, সৃষ্টশিল্পের সঙ্গে শিল্পীর যে মমত্বময় নিরাসক্তির সম্পর্ক থাকা দরকার-অবস্থান করা দরাকর উপলব্ধির প্রত্যক্ষতা থেকে একটুদূরে-সেই চিন্তাটিকেই তিনি রূপ দিতে চেয়েছিলেন গল্পটিরগঠনে।

১৯৩৭-এপ্রকাশিত দ্বিতীয় গল্পটি"ভালো-না-লাগার-শেষ"। মধুরান্তিক একটিতণপ্রেমের গল্প। এ গল্পেও কিনতু লেখক এক কথক চরিত্রেরপরিকল্পনা করেছিলেন প্রথমে। গল্পের প্রথম দিকে সেইকথকের আর্বিভাব - " রমলার মন আজ ভালো নেই। বলেছি তো, এতবিরক্তি আর অবসাদ তার কোনদিন আসেনি।" কিন্তু এই একবার মাত্র"বলেছি তো, এত বিরক্তি অ ার অবসাদ তার কোনদিনআসেনি।" কিন্তু এই একবার মাত্র "বলেছি তো"শব্দে কথকের মুখ ভেসে উঠলেও তারপর থেকেই গল্পটিতেই এই তৃতীয়ব্যক্তি প্রায় হারিয়ে যান। সাধারণ বিবৃতিমূলক গল্পের মতো সর্বজ্ঞলেখকের দৃষ্টিকোণই ব্যবহৃ ত হয়েছে ও গল্পে কিন্তু প্রত্যক্ষতকোনো বক্তাকে উপস্থিত করাবার পারিকল্পনাটি খুব সফল হয়নি।কারণ নিহিত ছিলো গল্পটির মর্মকথাতেই। নববিবাহিতা যুবক স্বামী এবংতার তণী পত্নীর বিচ্ছেদের পর মিলিত হবার এই গল্পে তৃতীয় ব্যক্তিরউপস্থিতি রস-বিচ্যুতির কারণ হত।

এরপর লেখকতাঁর সবশুদ্ধ ছাবিবশটি প্রাপ্ত গল্পের মধ্যে আর দুটি মাত্র গল্পে এবং কথক চরিত্রকে নিয়ে এসেছেন। দুটি গল্পেইকিন্তু সে কথক গল্পের অন্তর্গত এক চরিত্রও হয়ে উঠেছে, আগের দুটিগল্পের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেনি। "এক্স সে ালজার"(১৯৩৮) গল্পে এক অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু অহংকারী ও মিথ্যাআত্মপরিচয় প্রদানকারী এক ব্যক্তির চিত্তগত দুর্বলতাটি কিছুটাসহানুভূতির সঙ্গেই প্রদর্শিত। গল্পের বক্তা উত্তমপুষ এখানে বাড়িরমালিক। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি তার ভাড়া টিয়া। দুটি চরিত্রের বাগ্-বিনিময়ও সংস্পর্শজাত ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে দিয়ে গল্পটি উপস্থাপিত।

তবু এই তিনটিগল্পেই কোনো বক্তা চরিত্র বা উত্তম পুষের বাচন অনিবার্য ছিল না বলেইমনে হবে পাঠকের। লেখকও তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই রীতি তিনি এরপরপ্রায় বর্জনই করেন-একটিমাত্র গল্প ছাড়া। সে গল্পটি হল তাঁর বিখ্যাত 'ইঁদুর'।

এই গল্পেরনায়ক সুকুমার মধ্যবিত্ত পরিবারের এক যুবক। পুঁজিবাদী সমাজের নিচেরদিকের জনস্তরগুলিতে অর্থনৈতিক

সঙ্কট ও সামাজিক নিরাপত্তারঅভাববোধ মানুষের মনে বিচিত্র ও জটিল মানসসত্রিয়ার উদ্ভব ঘটায়। ভীতা,স্বার্থপরতা, অ াত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে নিয়ত বসবাস তাদের । তেমনই একপরিবারের সন্তান সুকুমার। সে রেলকর্মী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং সমাজতন্ত্রীবাদী বিশ্বাসের স্তরে সে বর্তমানআর্থ-সমাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন চায়।

এই সুকুমারঅত্যন্ত স্পষ্টভাবেই লেখক সোমেন চন্দের ব্যক্তিত্বের ধারক। বিশেষতযখন সোমেন চন্দের ব্যক্তিগত জীবনেও রেলকর্মী সংগঠনের মঙ্গে সংযোগ ছিলোঘনিষ্ঠ এবং গল্পের নায়ক সুকুমারের মতোই তাঁরও মা'র সঙ্গেছিলো মমতা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক। এই গল্পটির মধ্যে যে আত্মজীবনীমূলক গল্পেরউপাদন ও লক্ষণ আছে তার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে উপযোগী হয়ে উঠেছে ওগল্পের উত্তম পুষের জবানীতে বলা রীতিটি।

গল্পটির নাম'ইঁদুর'' এবং ''ইঁদুর'' ইমেজটিকেঘিরে গল্পটি গড়ে উঠলেও গল্পটির কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব কিন্তু সুকুমারনামের যুবকটি। তাকে উন্মোচিত করাই ও গল্পের কাজ। সে-কাজলেখক করেছেন দক্ষ মনস্তত্ত্ববিদের মতো, করেছেন অতুলনীয়শিল্পীর মতো স্ব-ব্যক্তিত্বের উপাদান ব্যবহার করে। একাজে উত্তম পুষেরবচন হয়ে উঠেছে অন্তঃস্থলের উন্মোচন-পথ, হয়ে উঠেছেঅনিবার্য।

আমাদের বাসায়ইঁদুর এত বেড়ে গেছে যে আর কিছুতেই টেকা যাচ্ছে না। তাদের সাহস দেখেঅবাক হতে হয়।'' - এই ব াক্যদুটি দিয়ে গল্পটির শু। তারপরইলেখক তুলে আনেন নায়কের মনোগহনের সুপ্ত ছবি ও অনুভূতিগুলি

ঃ

''আমিএমন একজনকে জানি যার একটা মাকড়সা দেখলেই ভয়ের আর অন্ত থাকে না।আমি নিজেও জোঁক দেখলে দাণ ভয় পাই। ছোটবেলায় আমি যখন গর মতশান্ত এবং অবুঝ ছিলাম তখন প্রায়ই মামার বাড়ী যেতুম। বিশেষতগভীর বর্ষার দিকটায়। তখন সমুদ্রের মতো বিস্তৃত বিলের ভিতর দিয়েযেতে যেতে বর্ষার জলের গন্ধেআমার বুক ভরে এসেছে, ছই-এর বাইরে এসেজলের সীমাহীন বিস্তার দেখে আমি অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছি, শাপলা ফুলহাতের কাছে পেলে, নির্মমভাবে টেনে তুলেছি, কখনো উপুড় হয়ে হাতডুবিয়ে দিয়েছি জলে, কিন্তু তখনই আবার কেবলি মনে হয়েছে, এই বুঝি ক ামড়েদিলো!- আর ভয়ে ভয়ে অমনি হাত তুলে নিয়েছি।.....

সেইছেলেবেলার বন্ধুরা মাঠে গ চরাতো। তাদের মাথার চুলগুলি জলজ ঘাসের মতো দীর্ঘ লালচে, গায়ের রং বাদ ামী,চোখের রং -ও তাই,, পা-গুলি অস্বাভাবিক স স, মাঝখান দিয়ে ধনুকেরমতো বাঁকা, পরণে একখানা গামছা, হাতে একটা বাঁশের লাঠি, আঙুলগুলিলাঠির ঘর্ষণে শক্ত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে একজন ছিল যার নাম ভীম। সে একদিনখে ালা মাঠের নতুন জল থেকে একটি প্রকান্ড জোঁক তুলে সেটা হাতেকরে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, '' সুকু, তোমারগায়ে ছুঁড়ে মারবো।''

ইষৎপ্রশস্ত এই উদ্ধৃতিটিতে এ-গল্পে উত্তমপুষ-বাচনের যথাযথচমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এ-ছাড়াও বর্ণনার বাস্তবগুণ ওবাস্তবতার অভ্যন্তরতলে প্রবাহিত লেখকের শৈশবস্মৃতি;স্বাভাবিক বর্ণনার মধ্যে দিয়েই বৃহত্তর সামাজিক ও গভীরতর মনস্তাত্তিকইঙ্গিত-এসবেরই সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রত্যক্ষতআত্মজীবনীমূলক সব সময়ে না হলেও সোমেন চন্দের গল্পে আত্মজীবনেরউপাদন-ব্যবহার অনেক সময়ে বিশিষ্ট একটি ধরনের জন্ম দিয়েছে।''ইঁদুর'' গল্পটির মতোই ''একটিরাত'' গল্পেও লেখক-ব্যক্তিত্ব থাকে স্বপ্রকাশ। সেখানেও ন ায়কসুকুমার পুলিশের চোখ এড়িয়ে শাসক-বিরোধী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়। মা ওপ্রতিবেশিনী বীণার স্নেহপ্রেমের বন্ধন ছিঁড়ে একদিন গ্রেপ্তার হয়েযায়। গল্পটি বিবৃতিমূলক রীতির কিন্তু স্বীয় অভিজ্ঞতা, স্মৃতি,মনোবিশ্লেষণ ইত্যাদির ব্যবহারে গল্পটি কিছুটা আত্মজীবনীমূলক হয়েউঠেছে। যদিও, ''ইঁদুর''-এর মতো তা সর্বাত্মক নয়কারণ গল্পটির দ্বিতীয়ার্ধে দৃষ্টিকে াণ থেকেসরে গিয়ে লেখক আশ্রয় করেন বীণার দৃষ্টিকোণ।

তবেসোমেন চন্দ গল্পবৃত্ত থেকে ঈষৎ বহির্ভূত কোনো কথক-চরিত্রের উত্তিব্যবহার কন, নিমগ্ন আত্মকথন ব্যবহার কন অথব া আশ্রয় কন সাধারণবিবৃতিমূলক রীতি - সর্বক্ষেত্রেই গল্পবর্ণিত চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গেসচেতন শিল্পীর যে মমত্ব ও নির াসক্ত-সমন্বিত সঠিক অবস্থানটি থাকা দরকার- তা তিনি দু'একবছরের মধ্যেই আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।

গল্পেব্যবহৃত গদ্যের ক্ষেত্রে সোমেন চন্দ সাধু বাংলা গদ্য ও চলিত বাংলা গদ্য দুইইব্যবহার করেছেন। ত্রিশের দশকের শেষ পর্যন্ত, এমনকি চল্লিশের দশকেরপ্রারম্ভেও গল্প-উপন্যাসের মাধ্যম হিসেবে সাধু গদ্য অপ্রচলিতহয়নি। আবার চলিত

ভাষাও প্রচলিত হয়েছে। সোমেন চন্দ দুটিরীতিতেই অভ্যস্ত ও অনায়াস ছিলেন। গল্পের বিষয় বাঅভিপ্রায়-ভেদে গদ্যের রীতি যে পরিবর্তিত করেছিলেন তা মনে হয় না।

স্বাভাবিকভাবেইপ্রথমদিকে লেখা গদ্যে সাধুরীতি ও পরের দিকে লেখা গদ্যে চলিত রীতিপ্রযুক্ত হয়েছে। সংলাপ অংশে তিনি সব সময়েই চলিত বাংলা ব্যবহারকরেছেন। তবে, প্রথম দু'একটি গল্পে সংলাপের ভাষায়আড়ষ্টতা ও অস্বাভাবিক আবেগেরস্পর্শ আছে। প্রথম কয়েকটি গল্পের পরেই তা থেকে সর্বাংশে মুক্ত হতেপেরেছিলেন তিনি। সোমেন চন্দের গদ্য-রীতি ও সংলাপ নির্মাণের কয়েকটিউপস্থিত করছি ঃ

১.“ অচলায়তন ও নির্জনতার মঝে একটা প্রাণের বির্সজন,কতটুকু তাহার মূল্য জানি না, পৃথিবী টলিবে না এই ঘটনায়। পৃথিবীর বুকেইহা নতুন নয়, জানি মানবজীবন যেমন দ্রুতগতিতে চলিয়াছে, তেমনইচলিবে.....” (-- “শিশু তপন”,১৯৩৭)

এখানেসাধু গদ্য-রীতির গাম্ভীর্য, তানপ্রধান্য, স্বাচ্ছন্দ্যময় ভাবে ব্যবহৃত।

২.“ ছয়টা বাজিয়া গেল তবু কেহ আসিতেছে না। অথচ সাড়ে ছয়টায়মিটিং উদ্যোক্তারা অধীর হইয়া উঠিল, শেষে স্থির করিল, এমন কান্ডতাহারা দেখে নাই, শোকসভার অনুষ্ঠান করিতে গিয়া বেকুব বনিয়াযাইবে ইহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।”

(-“মহাপ্রয়াণ”, ১৯৪০)

সাধুহলেও চলিত ভাষার আমেজ এসেছে এখানে। ব্যবহারিক কথা চালের ধরনটিস্পষ্ট।

৩.“ রাস্তায় ক্রমেই লোক কমে আসছে। যারা কিছুদুরে আছেতাদের দৌড়োদৌড়ি সু হয়েছে। কয়েক মিনিট পরে ছোট ছেটি সৈন্যদল মার্চকরে গেল। আকাশের রঙ ক্রমেই ধূসর হয়ে আসছে। রাস্তা আর দালানেরগায়ে ছায়া নেমেছে। বাদুড় উড়ে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে।”

(“দাঙ্গা”,১৯৪২)

সংক্ষিপ্তসরল বাক্যে, চলিত ভাষার নির্মেদ গতিশীলতায় লেখকের অভিলষিততীক্ষ্নতা সঞ্চারিত হয়েছে সমগ্র আবহটির মধ্যে।

৫.“ বাঃ কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে তোমাকে। দেখাবে না, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণাকিনা - বিশেষত আজকের এমন একটা দিনে। তাই ভাবি ভগবান যে আমায় এত সুখদিলেন, এত সুখ আমি রাখব কোথায় ?”

(“শিশুতপন”)

সংলাপএখানে উচ্ছ্বাসময়, আবেগ-প্রবণ, একটু আড়ষ্ট। আরো দু'একটিগল্পে হয়েছে এরকম। কিন্তু এ ত্রুটি কাটিয়ে উঠে সোমেন চন্দ সংলাপরচনায় নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন। তার দু'জাতীয় দুটি উদাহরণ ---

১.“ পৃথিবীতে যত গ্রেট মেন দেখতে পাচ্ছো, সকলের ভোরে ওঠবারঅভ্যেস ছিল। আমার বাবা, মানে তোমার ঠাকুরদারও ওমনি অভ্যেস ছিল। আমরাযতো ভোরেই উঠি না কেন, উঠেই শুনতে পেতাম বাইরের ঘরে তামাকখাওয়ার শব্দ হচ্ছে।” (“ইঁদুর”,১৯৪২)

মধ্যবিত্তপ্রৌঢ়ের ভাষাভঙ্গির বিশিষ্টতাগুলি, ইংরেজি শব্দের ব্যবহার,অতীত সংক্রান্ত গর্ব, পারিবারিকঘা -- ইত্যাদি লেখক যথাযথভাবেদেখিয়েছেন।

২.“ আ-মর মাগি, ছুঁয়ে দিলি যে? কেন ছুঁয়ে দিলি বল? ও মাগো, আমায়ছুঁয়ে দিলে গো, আমি এইমাত্র চান করে এলাম, আর অমনি ঝি-মাগি-আমায় ছুঁয়েদিল.....” (“সত্যবতীর বিদায়”, ১৯৩৮)

প্রৌঢ়া,অল্পশিক্ষিতা, গ্রামীণ মহিলার বাচনভঙ্গি সংলাপে সঞ্চারিত হয়েছে এখানে।

আগেবলেছি, সোমেন চন্দের গল্পের প্লট গল্পাশ্রয়ী হলেও সে গল্প খুব বেশীঘটনা-আশ্রয়ী নয়। তাঁর গল্পে ঘটনার ব্যবহার থাকলেও ঘটনা ঘটেছে বলেতার ফল স্বরূপ তাঁর গল্পের গতিমুখ কিন্তু বদলায় না। প্রায়ক্ষেত্রেই দেখি - চরিত্রগুলির বহিঃসংঘাত ও অন্তঃসংঘাতে যে আবহটিটান টান হয়ে উঠেছে গল্পের সমগ্র বয়নে, তারই পরিণাম হিসেবে আসেঘটনা - অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গল্পের শেষে। অর্থাৎঘটনাটি সাধারণতই চরিত্রগুলির অবস্থানগতনক্শার পরিণতি রূপে।

গল্পেসোমেন চন্দের একটি প্রিয় থীমগত ঘটনা হল গৃহত্যাগ। বহু গল্পেগৃহত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। কোনো কোনো গল্পে তণ-

তণীর প্রেমবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেই বিচ্ছেদ সুনিশ্চিত ক'রে নায়ক গৃহত্যাগ করে।
"পথর্বতী (১৯৩৮) গল্পে মালতীর পিতা বংশমর্যাদার গৌরবেসুব্রতকে মেয়ের সম্ভাব্য পাত্র হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেন। সুব্রত গৃহত্যাগকরে। " মদ্যান " (প্রকাশকাল জানাযায়নি) গল্পে তণী বীণার সঙ্গে তাদের গৃহে আশ্রিত দরিদ্র, বয়সেছে াটো, জ্ঞাতি ভাই বনুর সম্পর্ক। কিন্তু ও প্রেমের পরিণতি অনিবার্য-ভাবেইবিচ্ছেদ। বনু বাড়ি ছেড়ে যায় - " তারপর গলি শেষ হইবার আগে বনুএকবার পিছনে পানে তাকাইয়া দেখিল সকলেই তাহার দিকে চহিয়া আছে ,নাই কেবল বীণা।"
"মভূমিতে মুক্তি " (প্রকাশকাল জানা যায়নি)গল্পে গৃহত্যাগ করে বিমল কারণ স্ত্রী রাণীকে ভালোবাসলেও রাণীকে সেসন্ত ান দানে অক্ষম। সরল ধরনের গৃহত্যাগের গল্প।
দুটিগল্পে গৃহত্যাগের ঘটনা কিছু বিস্তৃত ব্যঞ্জনাময় রূপ পেয়েছে। সেখানেওগল্পের পরিণামে গৃহত্যাগ ঘটলেও আরও কিছু কথা যেন থেকে যায়, সবইনিঃশেষে সমাপ্ত হয়ে যায় না।
"রানু ও স্যর বিজয়শঙ্কর " (১৯৩৮) গল্পে ধনবান বিজয়শঙ্করের বাড়ি থেকে চলে যায় ছেট্টো, গরিবমেয়ে রানু। সে চলে যাওয়ায় বিজয়শঙ্করের শান্তি বিনষ্ট হয়েযায়। যেন জগৎজোড়া দারিদ্র্যের অভিমানাহত অভিযোগ নিয়ে হারিয়ে গেছে শিশুটি- বিত্তবানের স্বস্তিকে কন্টক-বিদ্ধ করে দিয়ে।
"সত্যবতীর বিদায় " (১৯৩৮) গল্পে পরাশ্রিতাপ্রৌঢ়া সত্যবতী আশ্রয় ত্যাগ করে কিন্তু তার শেষ উক্তিতে আছেসূক্ষ্ম এক সংগ্রামের সংকল্প, ভিন্নতর আশ্রয় খুঁজে নেবার প্রয়াস -" এমন কোলাহলে ভরা রাজপথে সত্যবতীর কণ্ঠস্বর ভারী ক্ষীণশোনা গেল। সে বাসের কন্ডাক্টারদের জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁগো, তোমাদের বাসশেয়ালদায় যাবে?" - এই দুটি গল্পে গৃহত্যাগ যেন শেষ ঘটনা নয়,যেন বৃহত্তর এক আরম্ভের সুত্রপাত। ছোটগল্পের যথার্থ পরিণামী ব্যঞ্জনা" সত্যবতীর বিদায় " গল্পটিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
এররকমইসোমেন চন্দের আর একটি থিম মৃত্যু। গল্প-পরিণামে মৃত্যুকে ব্যবহারকরবার প্রবণতা থেকেই বোঝা যায় - জীবনের জটিল, গম্ভীর, শোচনীয়পরিণামকেই এই তণ লেখক বারবার স্পর্শ করতে চেয়েছেন।
তাঁরপ্রথম প্রকাশিত গল্প " শিশু তপন "- এদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একটি বালিকার। কেউ এজন্য দায়ী নয় - এ মৃত্যুকেবলই কারুণ্য ছড়ায়। কিন্তু " প্রান্তর "(১৯৪০) গল্পে মৃত্যুর ব্যঞ্জনাটি অতুলনীয়। এক স্থূলচি ধনীগৃহের দেশব্রতী কনিষ্ঠ পুত্র বিবাহ করে একটি সাধারণ গরিব মেয়েকে।স্বামী জেলে বন্দী। তণী বধূ সতী সঙ্গিনী খুঁজে পায় স্বামীর বৃদ্ধা পিত ামহীলাবণ্যলতার মধ্যে। তণী ও বৃদ্ধার সংলাপে দুটি যুগের রমণীর মন জীবন্তহয়ে ওঠে। বৃদ্ধা লাবণ্যলতার মৃত্যু হয়, সতীরও জীবনীশক্তি যেন হরণ করে নিয়েযান তিনি। পরস্পরের কাছে অচেনা দুই যুগ এমনি ভাবেই বাঁধা পড়ে একসূত্রে।
"বনস্পতি " (১৯৪০) গল্পে মৃত্যু ঘটে এক বৃক্ষের। বহুকালের বহু ঘটনার সাক্ষী বনস্পতি। কিন্তু তার মৃত্যু বিনাশ নয়, একবীজগর্ভ অবসান -- " সেই বীজ হইতে একদিন অঙ্কুর দেখা দিবে,তারপর অনেক নূতন বৃক্ষ জন্ম লইবে ইহাও আশা করাযায়।"
কুসংস্কারও অন্ধ বিশ্বাসের কাছে বিচারবুদ্ধি সমর্পণ করলে মানুষের অনিবার্য পরিণামমৃত্যু। সেই মৃত্যুই দেখা দিয়েছে " স্বপ্ন "(১৯৩৮) গল্পে। নৌকার স্বপ্নে মৃত্যু আসে - এই কথা শুনেমৃত্যু ভীত শঙ্কর নৌকার স্বপ্ন দেখে মৃত্যু সম্পর্কে সুনিশ্চিতহয়ে যায়। গ্রামে কলেরার সময় যথেচ্ছ দোকানের খাবার খেয়ে বাঁচবার লোভবিকৃতভাবে প্রকাশ করে সে। ফলে মৃত্যু ঘটে। ম ানব মনের অবচেতনস্পর্শীএক নিষ্ঠুর কণ গল্প।
"দাঙ্গা " (১৯৪২) গল্পের শেষে একটি মৃত্যু আছে কিন্তুমৃতদেহটি নেই। রাস্তার ওপর পড়ে আছে একরাশ রক্ত - অনামা কোনোমানুষের। হিন্দু হতে পারে অথবা মুসলমান - যেন তা জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় বিচ্ছিন্নমানবতারই মৃত্যু।
প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখছি - গৃহত্যাগ বামৃত্যুর ঘটনা আসছে গল্পের একেবারে শেষে। গল্পের ভাবস্রোতের শেষ আলে াড়নটিকেলেখক ধরেছেন ঐ ঘটনাটিতে। একেই সম্ভবত বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়বলেছিলেন - " আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করার মত - সেটা হল,গল্পের শেষ মোচড়।" ('পরিচয়', চৈত্র, ১৯৪৯,'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' নামক সংকলনের সমালোচনা)।
একটিমোচড় সোমেন চন্দের গল্পের পরিণামে থাকে প্রায়ই। কখনো তাগৃহত্যাগ বা মৃত্যুর মতো বড় কোনো ঘটনা, কখনো তা একটিঅস্ফুট-উচ্চারিত বাক্যের সূক্ষ্মতায় স্পন্দিত। কিন্তু পরিণামীমোচড়টিতে পৌঁছবার জন্য সোমেন চন্দ যে পথ

অবলম্বন করেন তা হলো টেনশনময় আবহ গড়ে তোলার পথ। টেনশন গড়েতুলতে গেলে পরিবেশ বর্ণনা, চরিত্রের অন্তরোদঘাটন ও সংলাপ সবকিছুরই দক্ষ প্রয়োগ জানতে হয়। সোমেন চন্দ তার অনেকটাই আয়ত্তকরেছিলেন।
টেনশনসৃষ্টির জন্য তিনি ব্যবহার করেছিলেন বর্ণনার বৈপরীত্য। দু'জাতেরপরিবেশ-চিত্র পাশাপাশি বা অগে পরে বিন্যস্ত করবার ফলে গল্পেরঅন্তর্গত সংঘাতটি ফুটে উঠেছে।
"ইঁদুর " গল্পটিতে মধ্যবিত্ত জীবনের শ্বাসরোধী, কদর্য, নিরানন্দদিনযাপনের মধ্যে সহসা একদিন আসে একটি অন্যরকম সময় যখন " হাসিরঐর্যে বাড়ির ইঁটগুলি কাঁপছে।" তারপর আবার ফিরে আসেসেই অর্থহীন, আত্মপ্রতারক, বিস্বাদ অস্তিত্ব যখন ইঁদুর ধরা পড়ছে বলেসকলে বীরত্বের আস্ফালনে মত্ত।
"রাত্রিশেষে " (প্রকাশকাল জানা যায়নি) গল্পটিতে কামনা, প্রেম, ঈর্ষা,বিরাগজড়িত জীবন বর্ণনাংশের বিন্যাস-কুশলতার ফলেই সত্য হয়ে উঠেছে। রতনগোঁসাইয়ের দ্বিতীয় বৈষ্ণবী ললিতার জল আনতে যাওয়া চন্দ্রালোকিতরাত্রির বর্ণনার তার প্রেমের উন্মেষের ছবি।
ঘাটেভেসে আসা মৃতদেহের বর্ণনায় রতনের ক্রোধ, কুকুরে কামড়ানোর গল্পটিতেরতনের ঘৃণা ও প্রতিশোধস্পৃহা আবার গল্প শেষে ললিতার চলেযাওয়ার পর একতারা হাতে তার গান উপলব্ধির এক অন্য স্তরেউত্তরণের ইঙ্গিত। গল্পটিতে কোনো কিছুই লেখক বলে দেননি।বর্ণনাংশগুলির বিন্যাসে গল্পটি মূর্ত।
"প্রত্যাবর্তন " (প্রকাশকাল জানা যায়নি) গল্পটিতে দুই জাতের বর্ণনায় লেখক কিপরিমাণ সফল হয়েছেন তার উদাহরণ ঃ
১.সেই পরিচিত পথ। সেই বুনোফুল-ঘাস-লতাপাতার গন্ধ, শুকনো পাতারস্তূপ, কোন অদৃশ্য প্রাণীর খস্ খস্ শব্দ, হঠাৎ কখনো সারি সারিআকাশ ছোঁওয়া তালগাছের সামঞ্জস্যহীন অবস্থিতি, সেই খেয়াঘাটের নৌকা ওমাঝি।
২.প্রশান্ত দেখিল, একটা ঘর প্রায় ধবসিয়াই গিয়াছে, আরেকটাঘরের চাল নাই, কেবল কয়েকটি খুঁটি - একটা বটগাছ ঘরের উপর দিয়াএকেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, উঠান-ভিটা সমস্ত জঙ্গলে ভরা।
৩.গাছে গাছে শোঁ শোঁ আওয়াজ করিয়া ভীষণ হাওয়া বহিতেছে, আকাশেচিড়চিড়ে বিদ্যুৎ আর মেঘের ডাক, ঘরের খুঁটির সঙ্গে সঙ্গে চালখানাওকাঁপিয়া উঠিল, পৃথিবীর কাতর প্রার্থনা যেন ঝড়ের পায়ে দানকুটোপুটি খাইতেছে।
৪.প্রশান্ত হাঁটিতে লাগিল। ঝিরঝিরে বাতাসে তাহার চোখমুখভিজিয়া আসিল। ভোর না হইতে নানারকম পাখির কল্‌রব শু হইয়াছে, দুইপাশে পাটক্ষেতের সারি, পাশে ঝুঁকিয়া স আলের পথটিকেপ্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ও কী? প্রশান্ত দেখিল,সেপাইর মত খাড়া শুধু কয়েকখানা খুঁটি। মাটির স্তূপ, গভীর জঙ্গল,বট গাছের গাম্ভীর্য, ভয়াবহ নির্জনতা, অথচ সব জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল।
গল্পটিতেলেখক তুলে ধরতে চেয়েছেন মানবজীবন ও কালের অব্যাহত প্রবহমানতারসম্পর্কের দিকটি। পূর্বোদ্ধৃত চারটি মাত্র বর্ণনাংশের সাহায্যেই কথাটিঅনেকটা স্পষ্ট হয়েছে।
সোমেন চন্দের গল্পে বাহুল্য বর্ণনাপ্রায়ই থাকে না। " অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেকদিনেরএকদিন" গল্পটি ঋজুগতি ও অত্যন্ত পরিমিত, নীচু স্বরেরঅভিব্যক্তিতে তীক্ষ্ণতা পেয়েছে। ছোটো ছোটো ইঙ্গিতগর্ভ বাক্য এবংসংলাপের টুকরোর সাহয্যেও সেমেন তাঁর উদ্দিষ্ট ব্যঞ্জনাটি অত্যন্তসংহত রূপে প্রায়ই প্রকাশ করতে পেরেছেন। একটি উদাহরণ - " অকল্পিত"(১৯৪৫)
গল্পটিতে একচিত্রশিল্পীর ছবির প্রদর্শনী দেখতে এসেছে আধুনিক উচচবিত্ত সমাজেরনরনারী - যারা প্রকৃতপক্ষে শিল্পে অাগ্রহী নয়, আগ্রহী'সোসাইটি'-র পরিচিতির ব্যাপারে। একটি অতুলনীয় বাক্যবিন্যাস-"অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট অবনী সিংহ এক বন্ধুরছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন। ছেলেটির গায়ে এখনওবিলাতের গন্ধ তীব্র। সিংহকন্যা সেই গন্ধই শুঁকিতে লাগিলেন।"
গল্পেরগঠনে সংহত ব্যঞ্জনার শিল্পময় প্রকাশের জন্য সোমেন চন্দ প্রায়ইচিত্রকল্প ও বিশেষত প্রতীকের সাহায্য নিয়েছেন। "বনস্পতি" (১৯৪০) গল্পটিতে যুগসাক্ষী ও কালেরপ্রহরী সেই বৃক্ষ প্রতীক রূপে বেশ স্পষ্ট। মহাকালেরগতির মধ্যে অপরাজেয় প্রাণধর্ম তার অনঙ্কুরিত বীজগুলির মধ্যেলুকোনো।
"স্বপ্ন"(১৯৩৮) গল্পের স্বপ্নে দেখা নৌকাটি যেন শঙ্করেরমৃত্যুবাহী নিয়তিরই প্রতীক। "সিগারেট"(১৯৩৯) গল্পের জ্বলন্ত সিগারেটকে লেখক বিপ্লবেরপ্রতীক করতে পারতেন।

কিন্তুসেই গতানুগতিক প্রতীকতার পথে না গিয়ে উচচবিত্তের বিলাসেরউপকরণ, বিদেশী সিগারেটের মধ্যে অন্যায়ের ক ালমিা দেখেছেন তিনি।" মভূমিতে মুক্তি" গল্পে রানী ও বিমলের অতৃপ্তকামজীবনে বারবার যাওয়া আসা করেছে একটি ক ালো বেড়াল। দুজনেরই মনেরসমাধানহীন সংকট ও বাসনার রূপ যেন।

"ইঁদুর"গল্পের অনেকগুলি চিত্রকল্পের বাহক হয়েছে - প্রতীকত্ব পেয়েছেএকাধিক স্তরে। সামগ্রিকভাবে ইঁদুর এ গল্পের পুঁজিবাদী সমাজেরনিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে যে আত্মবিরোধ, স্বপ্রতারণা ও ক্ষয়কারক দিকগুলি থাকে তারইসম্মিলিত র ূপকল্প বলে মনে হয়। সংসারের সর্বত্র তাদের সঞ্চারণ, রাত্রেতাদের গতিবিধি আরও নির্বাধ, কিছুতেই তাদের আটকানো যায় না, তাড়ানোযায় না, দিনে দিনে তারা বেড়ে চলে।

দুর্বলএই নিম্নবিত্ত শ্রেণী পরাস্ত হয়ে আছে এই নিজস্ব ইঁদরদের কাছে। তাদেরপ্রতিরোধের কোনো উপায় নেই। এই ইঁদুরই তাদের সবচেয়ে বড়শত্রু। কয়েকটি ইঁদুর ধরা পড়লে তারা উল্লসিত হয় কিন্তু তারা বোধহয়জানেই - আলব্যের ক ামুর নায়কও যেমন জেনে গিয়েছিল - ইঁদুরবাহিত এই মড়ককখনো নিঃশেষ হয় না, সুপ্ত থাকে মাত্র।

সোমেনচন্দের মৃত্যু হয়েছিল বাইশ বছর বয়সে। গল্প রচনায় তিনি সবসময়েই প্রাকরণিক কুশলতারশীর্ষে থাকবেন তা অ াশা করা যায় না। তবু বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্যকরা যায় যে প্রথমদিকের দু'একটি গল্প ছাড়া তাঁর গল্পেরচনা -শৈথল্য সত্যিই খুব কম।

কোনোকোনো গল্পে অবশ্য স্পষ্ট বক্তব্যের প্রাধান্য আছে যাপ্রগতিচেতনামূলক সাহিত্যে থাকে প্রায়শই। তবু বহু পরিণতবয়স্কলেখকের চেয়ে সে ব্যাপারেও সোমেন ছিলেন সংযমী।

তাঁরঅন্তত পাঁচ-ছয়টি গল্পের নাম করা যেতে পারে, নির্মাণ-কুশলতারদিক থেকে যেগুলি বিশ্বের যে কোনো দেশে প্রথম শ্রে ণীর গল্পরূপেসম্মানিত হবে। " অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন","রাত্রিশেষে", "স্বপ্ন","সংকেত","দাঙ্গ া","ইঁদুর" - এর কোনোটিই স্বল্প প্রতিভারলেখকের পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না।

সোমেনচন্দের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য, একজন বিশিষ্ট ছোট গল্পকারকেহারিয়েছে, যিনি আরো বহুদূর পর্যন্ত যেতে প ারতেন। স্মরণ করতেপারি গোপাল হালদারের খেদোক্তি - " এই গল্পগুলিতে আমরা দেখি সেই বিকাশোন্মুখ প্রতিভা প্রথম বসন্তের বার্তা লাভকরিয়া নূতন কিশলয় দল খুলিয়া দিতেছে। জানি ফুল ফুটিবে - আর ভাবিকোথায় সেই ফুল।"

প্রসঙ্গনির্দেশিকা

১.'সোমেন চন্দ' , সতীশ পাকরাশি, পরিচয় ফাল্গুন ১৯৪৯

২."সোমেন চন্দ-র সুনির্বাচিত গল্প", সম্পাদককিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সারস্বত লাইব্রেরি ১৯৮৩ ভূমিকা। পৃ.২।

৩."সোমেন চন্দ-র নূতন লেখা ' হায়াৎ মামুদ রচিত "সোমেনচন্দ" জীবনী পুস্তিকা বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭ পৃ ৯৩।

৪.প্রতিরোধ ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ সংখ্যার লীলাময় রায় ছদ্মনামেপ্রকাশিত।

৫.প্রতিরোধ পত্রিকা 'সোমেন স্মৃতি সংখ্যা' ১৩৫০ দিলীপমজুমদার সম্পাদিত "সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ",প্রথম খণ্ড (নবজাতক প্রকাশন ১৯৭৮) থেকে গৃহীত।

৬."সোমেন চন্দের সুনির্বাচিত গল্প", ভূমিকা,কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সারস্বত লাইব্রেরি, ১৯৮৩।

৭.কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কাছে কথাটি শুনেছি।

৮.'বনস্পতি, গল্পগ্রন্থের ভূমিকা, মডার্ন পাবলিশার্স, ১৯৪৪ (১মসংস্করণ)।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com